মুকুল রায়
১৯৫৪
কাঁচরাপাড়া

দীনেশ মোঙ্গিয়া
১৯৭৭
চণ্ডীগড়

প্রশ্ন

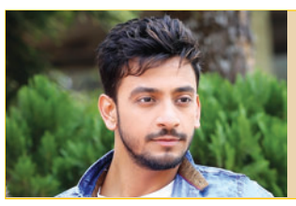

বনি সেনগুপ্ত। এখনকার নতুন বাংলা নায়কদের মধ্যে জনপ্রিয়। অভিনয়ের বাইরে কী করতে ভালো লাগে বনির? অভিনেতা উবাচ, মোবাইলে প্লে স্টেশনে ঢুকে গেম খেলতে!

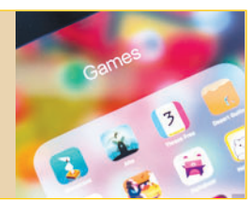

তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ এপ্রিল ২০১৮ সাত

এমনিই দেখা হয় দুজনের। প্রেম তো ছিল না। একটা অ্যাক্সিডেন্টে আর দুটো মানুষের জীবন বদলে যায়। স্বপ্নও মাথায় ঘা মারে কিন্তু এ ছবি স্বপ্ন পূরণ বা ইচ্ছেমতো ইচ্ছে পূরণের গল্প নয়। ভোরের ভেজা কুয়াশায় হারিয়ে নিঃসীম নৈঃশব্দে নিজের দিকে হাত বাড়ানোর ছবি

9/10

মুঠিভর শিউলির উদাসী ঘ্রাণ

উড়ো হাওয়ায় একটু একটু হিম মানে শীত আসছে। অক্টোবর শীত শুরুর মাস। কুয়াশায় ঝাপসা দৃশ্য, ঘাসের মাথায় শিশির আর চারপাশে শিউলি-পারিজাতের গন্ধ। ওরা রাতে জন্মায়। অনেক কিছু পাবার ইচ্ছের জন্ম দেয়। ওদের জন্য শুধু হাত ছুঁয়ে বসে থাকা যায়। তারপরই ছুঁয়ে থাকা হাত কাঁপতে থাকে। ভোর হচ্ছে, এবার শিউলিরা মরবে। গাছের নীচে, সাদা গালিচার মতো পড়ে থাকবে। রয়ে যাবে তার গন্ধ।

এই 'থাকা' বা 'আছে' এই ভাবনার উপরই সুজিত সরকার তৈরি করেছেন তাঁর 'অক্টোবর'। সাহসী সিদ্ধান্তের ফল বরুণ ধাওয়ান এবং বড়ো আপন একটা মুখ বানিতা সান্ধু--ছবির প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী।। কিন্তু এত মনখারাপ হলে...

ছবির গল্প

ড্যান হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্র। দিল্লিতে থাকে। সে একটু বিপ্লবী টাইপের। তার এই স্বভাবের জন্য ম্যানেজাররা তাকে পছন্দ করে না। তবে তার মধ্যে একটা সুইটনেস আছে। ড্যান স্বপ্ন দেখে বড়ো শেফ হবে। কিন্তু সে সব কাজ গুছিয়ে করতে পারে না। হয়তো রুমালটা কাচল না বা কারওর অর্ডার ঠিকমতো সার্ভ করল না। তবু জীবন যেভাবে আসে, সেভাবেই তাকে মেনে নেয়। শিউলি এই কলেজের আর এক ছাত্রী। সরল, শান্তশিষ্ট। ড্যান আর শিউলি এখনও নেহাতই ক্লাসমেটস। তাদের কথাবার্তা কমই হয়। একদিন শিউলি সিঁড়ি দিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়। তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। টিচার-স্টুডেন্টস সবাই তার চারপাশে জড়ো হয়। সবাই নিয়মমাফিক খোঁজ নেয়, এবং আবার নিজের কাজে মন দেয়। শুধু ড্যান আগের জীবনকে আর ফিরে পায় না। হাসপাতালের করিডরে নিছকই 'জানাশোনা', 'বন্ধুত্ব' ইত্যাদি অন্য গন্ধ আনে তার কাছে। এই প্রথম সে আবিষ্কার করে শিউলি তাকে টেনে ধরে আছে। তার নিজের তৈরি করা জীবনের সংজ্ঞাগুলো কেমন আবছা। চারপাশের পরিবর্তন, ঋতুর আসা যাওয়া ছুঁছছে না। এই অক্টোবরেই আটকে গেছে সে। এই কি প্রেম? অক্টোবর কতখানি প্রেমের ছবি আর কতখানি নিজেকে খুঁড়ে আবিষ্কারের ছবি, তা হলে গিয়ে দেখাই ভালো।

অক্টোবর

অভিনয়ে
বরুণ ধাওয়ান, বানিতা সান্ধু, গীতাঞ্জলি রাও, নিম্মি রাফায়েল

পরিচালক
সুজিত সরকার

ব্যানার
রাইজিং সান ফিল্মস

চিত্রনাট্য-পরিচালনা

পেদ্রো আলমোদোভার-এর 'টক টু হার'-এর আদলে তৈরি এই অক্টোবর। চিত্রনাট্যকার জুহি চতুর্বেদি একে ভারতীয় করতে শিউলি ফুলের রূপককে ব্যবহার করেছেন। ছবির পটভূমি দিল্লি। চেনা মেট্রো সিটির আড়ালে থাকা এই দিল্লির বাজার, রাস্তা, মানুষ, গাড়ি সবকিছুই একটা অন্য জীবনের সংজ্ঞা নিয়ে আসে আর তার মধ্যে তৈরি হওয়া দুটি মানুষের প্রেমের 'অসাধারণ' চলনকে ফুটিয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে মিলে ছবিতে নীরবতা, যন্ত্রণা, আর আত্মাকে ঢেলেছেন পরিচালক সুজিত সরকার। তাঁদের মিলিত চেষ্টা ড্যানকে বাস্তববাদী করতে পারত বক্স অফিসের জন্য, করেনি। ছবিতে কিছু অদরকারি মুহূর্ত আছে। আসলে জীবন মানে তো কিছু মুহূর্তই যা আদৌ জীবনে কিছু যোগ করে না! ছোটো ছোটো ক্লোজ আপ, বিস্তৃত ডিটেইলিং ছবিতে গতির মধ্যেও একটা ছন্দ রেখেছে।

অভিনয়

বরুণ ধাওয়ান ছবির প্রথম পছন্দ ছিলেন না। ভাগ্যিশ! বরুণ 'ড্যান' হয়ে উঠেছেন। তাঁর জন্য চিত্রনাট্য লেখা হলে এই স্বীকৃতি তাঁকে দেওয়া যেত না। বরুণের সারল্য, ক্রমাগত ছটফটানি, বন্ধুদের সঙ্গে ফাজলামি, ছাত্র থেকে তাঁর প্রেমিক হয়ে ওঠা, বরুণ বিশ্বাসযোগ্য করেছেন পুরোটাই। বানিতার শান্ত মুখ শিউলিকে জীবন্ত করেছে পর্দায়। নার্সের চরিত্রে নিম্মি রাফায়েল, শিউলির মা-র চরিত্রে গীতাঞ্জলি রাও ছবির সম্পদ।

অন্যান্য দিক

দিল্লি শহর, বরুণের চোখের শূন্যতা, বানিতার যন্ত্রণার প্রতিটি পরত ছুঁয়েছে অভীক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা। নিস্তব্ধতা কবিতা হয়েছে চন্দ্রশেখর প্রজাপতির সম্পাদনায়। শান্তনু মিত্রর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ভালো।

না হলে ভালো হত

অসুস্থতা, চিকিৎসা, মৃত্যু নিয়ে এত কথা না হলেই ভালো হত। এর পর প্রেমের নৈঃশব্দকে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে অনেকের।

শেষ কথা

'অক্টোবর' মুঠিভর শিউলির উদাসী ঘ্রাণের মতো সঙ্গে থেকে যায়। বুকের ভিতরে কান্না ঝরে অবিরাম। শুধু বলা হয় না। ভালোবাসার এই কষ্ট কষ্ট সুখ, এও তো অমূল্য আবিষ্কার।

1 জোড়া নায়িকা?
একদিকে ক্যাটরিনা কাইফ, অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। 'ভারত' ছবিতে জোড়া নায়িকা সামলাবেন সলমন খান!

2 মুম্বই থেকে দিল্লি
৬ মে সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজার বিয়ের আসর সম্ভবত বসতে হলেছে মুম্বইয়ে। রিসেপশন দিল্লিতে।

3 পিতা-পুত্র জুটি
অভিনব বিন্দ্রার বায়োপিকে নাম ভূমিকায় দেখা যাবে হর্ষবর্ধন কাপুরকে। তাঁর বাবার চরিত্রে অভিনয় করবেন অনিল কাপুর।

4 তারকা ভক্ত
'ব্ল্যাক প্যান্থার'-এ দৌলতে উইনস্টন ডিউকের অগুনতি ভক্ত। তিনি কার ভক্ত জানেন? বাহুবলী নায়ক প্রভাসের।

5 রিয়েল আবার রিলে
যশরাজ ফিল্মসের ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন রণবীর সিং-দীপিকা পাড়ুকোন। পরিচালক? মণীশ শর্মা।

নজরে দশ

অ্যাওয়ার্ড শো-এ আমির? 6
না, দেশে নয়। হংকং-এর ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড শো-তে উপস্থিত ছিলেন আমির খান। সঙ্গে জাইরা ওয়াসিম।

বরুণের ভক্ত 7
বরুণ ধাওয়ানের এক ঝলকের জন্য নায়কের বাড়ির সামনে টানা দুই দিন পড়ে রইলেন সুরাটের এক সুন্দরী।

লেখিকা শ্বেতা 8
উপন্যাস লিখছেন অমিতাভ বচ্চনের কন্যা শ্বেতা। তাঁর 'প্যারাডাইস টাওয়ার্স' বই আকারে প্রকাশ পাবে অক্টোবরে।

মুখোমুখি দুই ছবি 9
১৫ আগস্ট মহারণ ঘটতে চলেছে বলিউডে। একই দিনে মুক্তি পাবে 'মণিকর্ণিকা' এবং 'গোল্ড'

দেড়শো কোটির টাইগার 10
বক্স অফিসে দেড়শো কোটি ছাপিয়ে গেল টাইগার শ্রফের 'বাগি টু'। এবার লক্ষ্য ডবল সেঞ্চুরি।

অপরাধী রাজপাল?

২০১২-এ 'আতা পাতা লপাতা' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন রাজপাল যাদব। ২০১০-এ নেমেছিলেন সেই ছবি তৈরির কাজে। প্রয়োজন ছিল প্রচুর টাকা। হাত পাতেন দিল্লির ব্যবসায়ি এমজি আগরওয়ালের কাছে। পাঁচ কোটি টাকা তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়ে ছবি তৈরি শুরু করেন বলিউডের এই কমেডিয়ান।

রিলিজের পরে মুখ থুবড়ে পড়ে ছবিটি। ফলে প্রচুর টাকা ক্ষতির মুখোমুখি হন অভিনেতা। দিল্লির ব্যবসায়ীর কাছে ধার করা পাঁচ কোটি টাকা শোধ দিতে পারেননি। ফলে ব্যবসায়ী আদালতে যান।

এর আগে এই মামলায় তথ্য গোপন করার অপরাধে বছর পাঁচেক আগে তিন দিনের জন্য তিহার জেলে কাটাতে হয়েছে রাজপালকে। তবে এইবার তাঁর কী সাজা হয় সেটই দেখার। ২৩ এপ্রিল সাজা ঘোষণার দিন।

রাজপাল একা নন, এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী রাধা যাদবও। রায় শুনিয়েছে দিল্লি আদালত।

'আতা পাতা লপাতা' ছবিতে রাজপাল যাদব ছাড়াও অভিনয় করেন আসরানি, ওমপুরি, আশুতোষ রাণা, মনোজ যোশি, দারা সিং প্রমুখ। ২০১২-র ২২ সেপ্টেম্বর ছবিটি লঞ্চ করেন অমিতাভ বচ্চন। তখন বোঝা যায়নি, কী নাচছে রাজপালেন ভাগ্যে।

বিপজ্জনক নচিকেতা

'বিপজ্জনক বারো'। তবে ভয়ের কিছু নেই। এটা একটা গল্পের বইয়ের নাম। লেখক? জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা। পত্রভারতী দপ্তরে পয়লা বৈশাখ বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন প্রকাশক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ। নচিকেতা জানালেন, বারোটি গল্প আছে। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।

দেবকে ছাপিয়ে গেছেন রুক্মিণী

বাংলা কমার্শিয়াল ছবির হালচাল অনেকটাই বদলেছে। শুধুই একঘেয়ে নাচ-গান দেখতে চাইছেন না দর্শক। দেব সেই পরিবর্তন বুঝতে পেরেছেন। তারই প্রতিফলন কবীর-এ। জানালেন পরিচালক সত্রাজিৎ সেন

7.5/10

কবীর

অভিনয়ে
দেব, রুক্মিণী, শাতাফ ফিগার, প্রিয়াংকা সরকার, অর্ণ মুখোপাধ্যায়

পরিচালক
অনিকেত চট্টোপাধ্যায়

ব্যানার
দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চারস প্রাঃ লিঃ

ছবি তৈরির আগে দেব জানিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর হাতে অন্য ছবি ছিল। কিন্তু 'কবীর'-এর চিত্রনাট্য তাঁকে এতটাই টেনেছে যে তিনি অন্য ছবি সরিয়ে এই ছবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ছবি রিলিজের সময় অনেকেই বলেছেন, 'কবীর' প্রযোজনা করে দেব ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছেন। ছবি দেখার পর মনে হল, একদম উচিত কাজ হয়েছে। সমসাময়িক থাকতে গেলে কনটেম্পোরারি বিষয় বাছতে হয়।

দেব সেটা করেছেন একদম ভিন্ন ভাবে। তাই ছবি শেষ হওয়ার পরে দর্শককককে সবকিছু আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে 'কবীর'---

ছবি নিয়ে এটা আমার প্রাথমিক বক্তব্য। এবার ছোট্ট করে গল্প বলে নিই?

মুম্বইব্লাস্ট...ইয়াসমিন...ট্যাক্সিযাত্রা

ছবির শুরু এটাই। '৯৬-এর মুম্বই একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে রক্তাক্ত, স্তব্ধ। প্রতিমুহূর্তে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। রেডিয়োতে, দূরদর্শনে সেই পরিসংখ্যান জানানো হচ্ছে। এই রকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ট্যাক্সি করে স্টেশনে যাচ্ছে বোরখা পরা 'ইয়াসমিন' রুক্মিণী। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ট্যাক্সি ড্রাউভার রুক্মিণীকে নামিয়ে দেয়। গাড়ি থেকে নেমে মুম্বইয়ের রাস্তায় একা রুক্মিণী একের পর এক গাড়িকে হাত দেখাতে থাকে। কিন্তু কোনো গাড়ি থামে না। শেষে একটি হন্ডা সিটি থামে। সেখানে 'কবীর' দেব বসে। সবটা শুনে কবীর ইয়াসমিনকে লিফট দেয়। স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে ইয়াসমিন ট্রেনে উঠে দেখে উলটো দিকের সিটে কবীর বসে! এরপর নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ছবি এগিয়ে গেছে।

অনেক রত্ন এক পাত্রে

কখন একটা ছবিকে 'ভালো' বলা হয়? যখন অনেক রত্ন এক পাত্রে জমা হয়। 'কবীর' সেটাই। প্রথমে চিত্রনাট্যের কথা। এর আগের ছবিগুলোতেও পরিচালক অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য টানটান ছিল। এবারেও তাই। সমসাময়িক বিষয়। ঝকঝকে স্ক্রিপ্ট। ছবির ম্যাক্সিমামটাই ট্রেনে শুট করা। ট্রেন জার্নির মধ্যে দিয়ে গল্প বলার কায়দা সত্যিই অভিনব। ট্রেনের মধ্যে ক্যামেরার কারিকুরি দেখানোর সুযোগ খুবই কম। তবুও যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আউটডোরের দৃশ্যায়ন অসাধারণ। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কাজ এতটাই নিখুঁত যে বম্ব ব্লাস্টিংয়ের দৃশ্যগুলো বাস্তব মনে হয়েছে। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মন ছুঁয়ে যায়। ছবির একটাই গান 'মওলা' যথাযথ।

বলে বলে ওভার বাউন্ডারি

ছবির আসল ইউএসপি অভিনয়। 'কবীর' মূলত দেবকেন্দ্রিক। দেবের অভিনয় নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ছবিতে রুক্মিণী দেবের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছেন। দেবের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর তৃতীয় ছবি। আগের ছবিতে বাউন্ডারি মারলে এবার ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবের সঙ্গে আছেন। কোনো কোনো দৃশ্যে দেবকেও ছাপিয়ে গেছেন। যেমন, অসুস্থ বাবাকে বন্দুকের নিশানা বানিয়ে সেই দৃশ্য যখন লাইভ ভিডিয়োতে কবীর দেখাচ্ছে ইয়াসমিনকে তখন রুক্মিণীর অভিনয় মনে রাখার মতো। বাকি অভিনেতা যেমন, শাতাফ ফিগার, প্রিয়াংকা, একঝাঁক মঞ্চাভিনেতা দুরন্ত অভিনয় করেছেন। ছোট্ট চরিত্রে বরুণ চন্দ প্রচণ্ড চোখ টেনেছেন।

এবার সমালোচনা

খুব সামান্য কিছু ত্রুটি। এক, যেহেতু ছবির বেশির ভাগ অংশ ট্রেনে তাই দর্শক হিসেবে আরও কিছু 'এক্সাইটিং সিন' আশা করেছিলাম। বাথরুমের একটি দৃশ্য ছাড়া আর কিন্তু তেমন দৃশ্য নেই। দুই, ট্রেনের কিছু শট নেওয়া হয়েছে আউটডোর থেকে। ট্যানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে--এই শটগুলো একটু রিপিটেটিভ। তিন, ওভারঅল প্রেজেন্টেশন আরও স্মার্ট করা যেতেই পারত, হয়তো।

জাতের নামে বজ্জাতি

চিরকালের। এই জায়গায় আঙুল রেখেছে 'কবীর'। চেনা পথে চলতে চলতে শেষে গল্পের মোচড়। যা ছবি দেখতে বসে আগে থেকে আন্দাজ অসম্ভব। এবং সেটা এখন বললে দেখার আনন্দই মাটি। তবে এটুকু বলতে পারি, 'দাঙ্গা হিন্দু বাধায় না, মুসলমানরা বাধায় না। দাঙ্গা বাধায় দাঙ্গাবাজরা'--কবীরের মুখের এই সংলাপের সার্থক প্রয়োগ ছবিজুড়ে। সত্যিই, কোনো ধর্ম কিন্তু অসহিষ্ণুতার তাপ ছড়ায় না কখনোই।

টিম তারাদের কথা উপালি মুখোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha